হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Blog : hindusamhati.blogspot.com

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৮ কলকাতা ✷ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"দেশবন্ধু কহিলেন, এর মধ্যে তারা সংখ্যায় ৫০ লক্ষ ছেড়ে গেছে, আর দশ বছর পরে কি হবে বলুন তো? বলিলাম, ওটা যদিও ঠিক মুসলমান প্রীতির নিদর্শন নয়, অর্থাৎ বছর দশেক পরের কথা কল্পনা করে আপনার মুখ কেমন সাদা হয়ে উঠেছে তাতে আমার নিজের সঙ্গে আপনার খুব বেশী তফাৎ মনে হবে না।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের কথা

গত একমাসে দেশে তিনটি বড় ঘটনা ঘটে গেল। মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণের অভিযোগে সাধ্বী প্রজ্ঞা, কর্ণেল পুরোহিতসহ কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্য গ্রেফতার, ২৬/১১-র মুম্বাই জেহাদী হামলা এবং পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন। প্রথম ঘটনাটি দেশে কোলাহল সৃষ্টি করল, দ্বিতীয় ঘটনাটি গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দিল, এবং তৃতীয়টি অনেকের কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলল।

প্রথম ঘটনাটি দেখে দেশবাসী অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে হিন্দুরাও কি তাহলে জঙ্গী বা সন্ত্রাসবাদী হয়? সাধারণ মানুষের বিশ্বাসই হতে চায় না যে হিন্দুরাও অপমানের বদলা নিতে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। গাই-কে যারা মা বলে তাদের প্রকৃতি তো গরুর মতই হবে। গরু কি কখনও অপমানের বদলা নেয়? সাধ্বী প্রজ্ঞা এবং তাঁর সহযোগীরা এইরকম গরু-সদৃশ হিন্দুর থেকে পৃথক কিনা-তা তদন্তের ফলাফলই বলবে। কিন্তু এই তদন্তের ঘটনার পিছু পিছুই এল দ্বিতীয় ঘটনা— মুম্বাই জেহাদী জঙ্গী আক্রমণ। মহারাষ্ট্রের পুলিশ-গোয়েন্দা বিভাগ ও এ. টি. এস. যখন বিপুল উৎসাহে সমস্ত আইনকানুনকে লঙ্ঘন করে সাধ্বী প্রজ্ঞাকে বারবার নারকো অ্যানালিসিস টেস্ট করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে জেহাদীরা তাদের গুটি সাজাচ্ছিল মুম্বাইতে। পরিণাম সকলের জানা। রাস্তাঘাটে মন্তব্য শোনা যেতে লাগল— কেউ বলল সাধ্বীর গায়ে হাত দেওয়ার পাপের শাস্তি, কেউ বলল ভগবানের বিচার। কিন্তু আমরা বলি, এ হল কর্তব্যে অবহেলার, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর, হিন্দু আতঙ্কবাদী খুঁজে বের করতে অতি উৎসাহের চরম শাস্তি, যে শাস্তির ভাগীদার হল ২০০ নিরপরাধ মানুষ। আর আমাদের স্পষ্ট অভিমত— ওই এ. টি. এসের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপের ভাগী এ দেশের 'ছেকুলার'রা, যাদের চাহিদা পূরণ করতেই আমাদের নিরাপত্তা বিভাগকে সাধ্বীর পিছনে লাগতে হয়েছিল। এই 'ছেকুলার'রা আমাদের দেশ বিভাগের জন্য দায়ী। ছেকুলার শিরোচূড়ামণি নেহেরু কাশ্মীর সমস্যার জন্য দায়ী। এই ছেকুলারদের প্রভাব যতদিন থাকবে, ততদিন এদেশের রাহুমুক্তি নেই।

মুম্বাই জেহাদী আক্রমণের ঠিক পরেই এল দেশের পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন।

সকলে মনে করেছিল যে এর মধ্যে চারটি বড় রাজ্যে নির্বাচনে এই জেহাদী হামলার বিরাট প্রভাব পড়বে, কংগ্রেস ধরাশায়ী হবে এবং বিজেপি লাভবান হবে। কিন্তু দেখা গেল তা হল না। মিশ্র ফলাফল। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ধরাশায়ী, বিজেপির বিপুল জয়। খোদ দিল্লীতে বিজেপি ধরাশায়ী, কংগ্রেসের বিপুল জয়।

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

মুম্বাই -এ জেহাদী আক্রমণ কলকাতায় হিন্দু সংহতির শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

মুম্বাই-এ সাম্প্রতিক কালের সর্ববৃহৎ জেহাদী আক্রমণের কবলে তাজ হোটল, ওবেরয়, ইহুদিদের নরিম্যান হাউস, সি এস টি স্টেশন সহ ২৬/১১ রাত ৯.৩০ থেকে ২৯/১১ সকাল ৯.০০টা পর্যন্ত লড়াই চলে। এ টি এস প্রধান হেমন্ত কারকরে, পুলিশ অফিসার আশোক কামটে, এনকাউন্টার স্পেশালিষ্ট বিজয় সালাসকার সহ অনেক নিরাপত্তা কর্মী মারা যান। নামানো হয় সেনা বাহিনীর কমাণ্ডো, মেজর উন্নিকৃষ্ণন সহ অনেকে প্রাণ হারান। পুরো সঙ্ঘর্ষে ২০০ জন প্রাণ হারান, ৩০০ জনেরও বেশী আহত। অনেকে হয়ত পঙ্গু হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। একমাত্র তাজ হোটলেরই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা। এই আক্রমণ দেশ ও জাতির কাছে অপমান দুঃখের। মানবতাবাদীরা, মমতাপন্থীরা মুম্বাইয়ের ঘটনার জন্য কলকাতার পথে একটা পাও রাখেনি।

দশ মাসের হিন্দু সংহতি মুম্বাই আক্রমণের প্রতিবাদ জানাতে পথে নেমেছে। ৩ ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে নিহত শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করে। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা তপন কুমার ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা বারিদবরণ গুহ, অন্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকাশ দাস, গৌতম পাল, উপানন্দ ব্রহ্মচারী, সুষেন বিশ্বাস, অজিত অধিকারী, অধ্যাপক সলিল দাসগুপ্ত। সভায় একটি কবিতা পাঠ করে শোনান কান্তিরঞ্জন সামন্ত। সকল বক্তাই এই ধারাবাহিক জেহাদী আক্রমণের মদত দাতা পাকিস্তানকে ধিক্কার জানিয়ে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জোরালো দাবী তোলেন। সভায় ঘোষিত হতে থাকে—ভারতবাসীর আহ্বান ধ্বংস কর পাকিস্তান। যতদিন পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে, ভারত জেহাদী আক্রমণের মুখে পড়বে। বিশিষ্ট বক্তা উপানন্দ ব্রহ্মচারী মুম্বাই বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে যে তোষণবাদ চলছে তার ফল দেশবাসীকে ভুগতে হবে। ঝুলে থাকবে মহম্মদ আফজলের ফাঁসী। ফাঁসানোর প্রক্রিয়া চলবে হিন্দু নেতৃত্বকে। অনুদান দেওয়া হবে হজে, গঙ্গাসাগরে চাপানো হবে তীর্থকর। রিজওয়ানুর প্রসঙ্গ টেনে বলেন এরকম প্রেম ঘটিত কারণে কেউ আত্মহত্যা করতেই পারে, তার জন্য প্রশাসনের এত জন উচ্চ অধিকারীকে গ্রেফতার হতে হল। কলকাতার রাস্তা মমতা ও মানবতাবাদীদের চোখের জলে ভেসে গেল। অথচ মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে বহরমপুরের শৈলেন্দ্র প্রসাদকে কোতল করা হলো বা বারাসাতের অর্ক ব্যানার্জীকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত হলেও কেউ ধরা পড়েনা, জেলও হয়না। শৈলেন্দ্র বা অর্কর জন্য কারো চোখের জলও পড়েনা। কারণ ওরা যে হিন্দু! তিনি আরো বলেন মৌলবাদের প্রশ্রয়ের কারণেই মুক্ত চিন্তার পীঠস্থান কলকাতায় স্থান হয় না তসলিমার।

প্রধান বক্তা তপন কুমার ঘোষ তসলিমা প্রসঙ্গে বলেন, ২১নভেম্বর ২০০৭ মাত্র একশ মুসলমান গুণ্ডাদের দমন করতে ব্যর্থ কলকাতা পুলিশ। রিপন স্ট্রীট, পার্কসার্কাস, বেকবাগানে আগুন জ্বলে। নামাতে হয় সেনা, তাই আগামী দিনে এই পুলিশ বা নেতারা বাংলাকে রক্ষা করতে

শেষাংশ তৃতীয় পাতায়

বাগনানেও পুড়ল পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা

মুম্বাই জেহাদী আক্রমণের প্রতিবাদে বাগনানে ৭ ডিসেম্বর হিন্দু সংহতি এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। ঐ দিন বিকাল ৪টায় বাগনান স্টেশনে মুম্বাই বিস্ফোরণে নিহত শহীদদের প্রতি ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্টেশনের সামনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়। শতাধিক যুবক হিন্দু সংহতির ব্যানার, পতাকা নিয়ে পথ পরিক্রমা করে সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। পথ পরিক্রমার সময় বাগনানা থানা, খালোড় কালীবাড়ী, কলেজ মোড় ও চিত্রবাণীর সামনে পথসভা হয়। এই পথসভায় সমীরণ রায়, কান্তিরঞ্জন সামন্ত, প্রকাশ দাস, তপন মণ্ডল, সুবীর ধাড়া ও রাজমোহন সামন্ত বক্তব্য রাখেন। চিত্রবাণীর সামনে পথসভা শেষে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

বনগাঁয় সংহতি কর্মীরা পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালো

গত ৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার বিকালে বনগাঁ বাটার মোড়ে হিন্দু সংহতির কর্মীরা পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালো। বিকাল পাঁচটায় রেলবাজার থেকে মিছিল করে সংহতির সদস্যরা আসে বাজারে বাটার মোড়ে। সেখানে এসে যশোর রোড অবরোধ করে প্রায় ২০০ সংহতি কর্মী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তুমুল স্লোগান দেওয়া হয় ও বক্তব্য রাখা হয়। বক্তব্য রাখেন রুদ্র চৌধুরী, দিব্যেন্দু অধিকারী ও অজিত অধিকারী। রাস্তার সমস্ত যানবাহন দাঁড়িয়ে যায় ও জনতা ভিড় করে বক্তব্য শুনতে থাকে এবং সংহতি কর্মীদের সমর্থন জানায়। বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে পাকিস্তানের পতাকা জ্বালিয়ে অবরোধ তোলা হয়।

মুম্বাই সন্ত্রাসে ডেকান মুজাহিদিনের ই-মেল

''আজকে আমরা ভারত সরকারকে হুঁশিয়ারী দিচ্ছি যে, যেন তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার বন্ধ করে। আমরা চাই ভারতে মুসলমানদের রাজ্যগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের উপর সমস্ত অত্যাচারের জবাব চাই। আমরা জানি, হিন্দুরা বেনিয়া জাত। তারা শুধু জবাব চায় কিন্তু কাউকে জবাব দেয় না।..... এই আঘাত ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলমানের উপর হিন্দু আক্রমণের প্রতিক্রিয়া। এখন থেকে আর কোন ক্রিয়া হবে না, হবে শুধুই প্রতিক্রিয়া''।

—মুজাহিদিন হায়দ্রাবাদ ডেকান *(সংবাদ সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া ঃ ২৮-১১-০৮)*

সীমান্ত পারের ঘাঁটি ভাঙতে হবে, কিন্তু এপারের গুলি?

মুম্বাই কাণ্ডের পর দাবী উঠেছে সীমান্তপারে ঘাঁটি ভাঙার। খুব সংগত দাবী। কিন্তু মুম্বাই এর ঘটনা ঘটাতে জঙ্গীরা মুম্বাই এসেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অভয়ারণ্য পেরিয়ে। এখানে এসে এরা দীর্ঘদিন থেকেছে। কোথায় ছিল এরা? কারা এদের আশ্রয় দিয়েছিল? দিল্লীর জামিয়া নগরে যে জঙ্গীরা সাহসী পুলিশ অফিসার মোহনচাঁদ শর্মাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, সেই জঙ্গীদের ডেরাগুলি কি স্থানীয় মুসলিম জনতার অজানা ছিল? বলেনি কেন? বলা হচ্ছে বাংলায় নাকি ১৬ জন জঙ্গী ঢুকে পড়েছে। তাহলে এরা কোথায় বা কাদের আশ্রয়ে আছে? দাউদ ইব্রাইমকে পাকিস্তান থেকে ভারতে ফেরৎ পাঠানোর দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু দাউদ যে মুম্বাই-এ এখনো তার রিয়েল এস্টেটের সাম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে তার কী হবে? সম্প্রতি দাউদের এক এজেন্ট মুম্বাই থেকে এই ব্যবসার ১২০ কোটি টাকা হাওলার মাধ্যমে পাকিস্তানে দাউদের হাতে তুলে দিয়েছে। দাউদের আর এক বড় সাগরেদ মহম্মদ আলি এখনও মুম্বাইয়ের পুরো ডক এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় স্থানে স্থানে এইভাবে চলছে জঙ্গীদের ডেরা আর দাউদের সাম্রাজ্য। সীমান্তের এপারের এই ঘাঁটিগুলির জন্য কি কিছুই করণীয় নেই।

আমাদের মিডিয়ার দরদ ও কান্না

ভারতে জেহাদী মুসলিম আক্রমণের পিছনে যে পাকিস্তান আছে-সেকথা আর কোনভাবেই গোপন রাখা যাচ্ছে না। সাম্প্রতিককালে মুম্বাই-এর জঙ্গী আক্রমণ সে কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। এতদিন জানা ছিল সে দেশের সরকার রাবড়ি তৈরীর পদ্ধতিতে আমাদের বেকুফ সরকারী কর্তাদের মুখে পাখার বাতাস দিচ্ছে আর ওদের দেশের জেহাদীদের গোপনে ভারত আক্রমণের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এখন জানা গেছে ওদেশের সংবাদপত্রেরও ভূমিকা। অসমে বিস্ফোরণ ঘটনার পর "PAKISTAN DAILY" লিখছে ভারতে পাকিস্তানী পতাকা তোলা মুসলিম স্বাধীনতার প্রতীক। হতাশাগ্রস্ত ভারত সরকার অসমে মুসলিমদের আলাদা হোমল্যান্ড গঠনের আন্দোলনকে টোপ দিতে চাইছে। অসমের পাঁচটি জেলায় পাকিস্তানের পতাকা তোলা হয়েছে। ভারতের উত্তর এবং পূর্বে স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে পুরোদমে। ভারতীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে তোলা হয়েছে মুসলিম স্বায়ত্তশাসনের দাবী। আর আমাদের সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা? গত ৩০শে নভেম্বর শনিবার মুম্বাই-এ যখন রক্তের দাগগুলো মোছেনি, শহীদদের চিতাগুলি জ্বলছে ঠিক তার পরের দিন রবিবারের বেশ কিছু সংবাদপত্র মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই আশংকার কথা ভেবে দেশপ্রেমী মুসলিমদের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। আমাদের এই দরদ ও কান্না কি জঙ্গী আক্রমণে সাহস যোগাচ্ছে না?

ওরা দেশের চেয়েও দামী!

রাজনৈতিক নেতা ও ভি. আই. পিদের রক্ষায় এমনকি যে সব নেতার জীবনে কোন ঝুঁকি নেই তাদেরও শুধু স্টেটাস বজায় রাখার জন্য কম্যান্ডো সেনা দিয়ে পরিবৃত রাখা হয়। এই সব ভি. আই. পিদের যাতায়াতের সময় রাস্তা ব্লক করা হয়। যাত্রীবাহী বাস প্রায়শই তুলে নেওয়া হয়। দেবেগৌড়া, অমর সিং, শারদ যাদব, এমন কি সজ্জন কুমার (যার নামে খুনের অভিযোগ আছে) এর মত ভি. আই. পি.দের জন্য সরকারের খরচ ২৫০ কোটি টাকার বেশী। এস. পি. জি. যারা প্রধানমন্ত্রী, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ও গান্ধী পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার দায়িত্বে তাদের জন্য খরচ ১৮০ কোটি টাকা। আর ১০০ কোটির বেশী ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে জঙ্গী আক্রমণ থেকে বাঁচাতে এন. এস. জির জন্য খরচ মাত্র ১৫৮ কোটি টাকা। ৪২২ জন ভি. আই. পির জন্য ১০ হাজার নিরাপত্তা কর্মী এবং তারপরও এন. এস. জি. থেকে আরও ১৭০০ জন কম্যান্ডোকে তুলে নিয়ে এদের নিরাপত্তার জন্য বহাল করা হয়েছে। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় দেশের সুরক্ষার চেয়েও বেশী অর্থ ব্যয় করা হয় সেই সব রাজনৈতিক নেতারা কিন্তু দেশের জন্য জীবন দেয় না, জীবন দেয় কম্যান্ডোরা। আর তাদের পরিবারকেই দেশের চেয়েও দামী কম্যুনিষ্ট নেতার কাছ থেকে শুনতে হয় তারা নাকি কুকুরের চেয়েও অধম।

এরা কারা?

ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা মা সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী বলে পূজা করে। বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়ে সেই দেবীর সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্তি এঁকেছিলেন মকবুল ফিদা হুসেন। কিছু বিকৃত ও বিক্রীত বুদ্ধিজীবি এই জঘন্য কাজকে বলেছিলেন শিল্পীর স্বাধীনতা। সেই আসরে বর্তমানে চিত্র পরিচালক সুভাষ ঘাই। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, 'মকবুল ফিদা হুসেন একজন দেশপ্রেমিক ভারতীয়। সমস্ত ধর্মের প্রতিই তাঁর রয়েছে শ্রদ্ধা। বর্তমান ভারতে তিনি হচ্ছেন কবীরের ভূমিকায়'। কী বলবেন এদের? মাতৃগর্ভের লজ্জা? নাকি অনুসন্ধান করবেন এরা কোন্ ঔরসজাত।

মিথ্যাচারী রাজ্যমন্ত্রী

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পরিষদের রাজ্যমন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের এম. এল. এ. সৌগতা রায় স্পীকার এইচ. এ. হালিমের কাছে অভিযোগ করেন, রাজ্যমন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ ইলেকশন কমিশনের কাছে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশকালে জানান, তিনি হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অথচ এসেম্বলি রেকর্ডে তিনি জানাচ্ছেন তিনি গ্র্যাজুয়েট। এ বিষয়ে সৌগত রায় স্পীকারের কাছে রাজ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা দাবী করেন।

গান্ধীজির লজ্জা ছিল— তাঁর উত্তরাধিকারীদের?

আত্মজীবনীতে একটি অকপট স্বীকারোক্তি আছে। গান্ধীজির মুখেই সে কথা বলি। ''মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ বাবাকে মালিশ করছিলাম। কাকা এসে ছেড়ে দিতেই দৌড়ে চলে গেলাম আমার শোবার ঘরে। সেখানে ঘুমচ্ছিল আমার স্ত্রী। কিন্তু ঘরে আমি থাকলে সে কি ঘুমতে পারে। শেষরাতে খবর পেলাম বাবা মারা গেছেন। ইন্দ্রিয়কামুকতার জৈবিক তাড়না সেদিন যদি আমায় অন্ধ না করে দিত তাহলে বাবার অন্তিম সময়ে আমি তাঁর পাশে থেকে সেবা করতে পারতাম। এ আমার লজ্জা।" কিন্তু গান্ধীজির উত্তরসূরীদের কোন লজ্জা নেই। ইসলামের জেহাদী আক্রমণে মুম্বাই-এ ভারতবাসী যখন কুকুর শিয়ালের মত মারা পড়ছে, দেশজননী মুমূর্ষু তখন তার সেবা নয়, দেশজুড়ে ধিক্কারে সাময়িক বিচলিত গান্ধীজির উত্তরসূরীদের কিন্তু মন পড়ে রয়েছে কি করে এবং কার সঙ্গে কোয়ালিশন করে সরকারী ক্ষমতার বাসর ঘরে নিশিযাপন করা যায়। যোগ্য মহাত্মার যোগ্য শিষ্য এরা।

দিওয়ালি হো তো অ্যায়সা

৩০ অক্টোবর আসাম বিস্ফোরণ

– অচিন রায়

চারিদিকে এই বিস্ফোরণকে প্রথমে একটা দেওয়ালি ধামাকা বলেই মনে হয়েছিল। কেননা কালীপূজো শেষ হলেও খেপে খেপে তার ভাসানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাজি ও তুবড়ির বিরাম ঘটে না, অসমের ঘটনাও মনে হয়েছিল যেন কালীপুজো উত্তর দেওয়ালি উৎসবেরই অঙ্গ। তবে হ্যাঁ, বুক ঠুকে বলতেই হয় দেওয়ালি হো তো অ্যাইসা।

আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, প্রথম দিকে আমাদের হয়েছিল মহাভুল। কেননা ভেবেছি এটা বোধহয় উগ্রপন্থী বোরো ও আলফাদের দেওয়ালি উৎসব। এর মধ্যে যে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনও হাত থাকতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারিনি। ভুল ভাঙল যখন অকুতোভয় মুজাহিদিনরা নিজেদের এই মানুষ মারার অক্ষয়কীর্তি ঘোষণা করে স্বীকার করল। তবে হ্যাঁ, বলতেই হবে তাদের বুকের পাটা আছে।

চাঁদির জুতোয় সীমান্ত প্রশাসনকে কব্জা করে এরা সারা ভারতময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ঘুষের তোফা দিয়ে এরা নাপাম বোমা কেন আণবিক বোমাও পাচার করে আনতে পারে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সক্রিয় মদতে। বারবার তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে এই সন্ত্রাসী জেহাদিদের কর্মের উৎস হল বাংলাদেশ। সেখানে এক পাকিস্তানি আইএসআই-এর প্রত্যক্ষ মদতে ও চিনের গোপন যোগসাজসে চলছে জিহাদিদের স্বর্গরাজ্য। বিশেষ করে সিভিলিয়ান শাসনের ছদ্মবেশে সেখানে মিলিটারির আড়ালে জামাতি জমানা কায়েম হওয়ার পর ভূট্টোর স্বপ্ন পাকবাংলা যথাযথভাবে সফল হয়েছে।

দেশভাগের ষাট বছর পরে আজ পাকিস্তান একটি Rouge State (দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র) রূপে বিশ্বে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। ভাই-বেরাদর বাংলাদেশই বা পিছিয়ে থাকবে কেন! তাই তারা উঠে পড়ে লেগেছে কিভাবে জেহাদি তৈরী করে ভারতে সরবরাহ করে সেখানে লণ্ডভণ্ড করা যায়। সেইজন্যেই পাকবাংলার এখন ত্রিমুখী অভিযান—এক, ভারতে রাজাকার সন্ত্রাস সাপ্লাই; দুই, বাংলাদেশ থেকে মেরে কেটে ধর্ষণ করে অবশিষ্ট হিন্দু বিতাড়ন ও তিন, মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জনবিন্যাস পাল্টে ভারতের সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার। তার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ-সহ সমগ্র পূর্ব ভারতজুড়ে আরেকটি মুসলিম Rouge State সৃষ্টি করা।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ, পূর্ব ভারতে হিন্দু শরণার্থীর অব্যাহত স্রোত, সীমান্ত অঞ্চলে অস্বাভাবিক মুসলিম জনবিস্ফোরণ এবং ক্রমান্বয়ে দিকে দিকে এই সন্ত্রাসী বিস্ফোরণ। পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা একই বলে যেসব ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু-মুসলমানরা গলা ফাটান তাঁরা তাঁদের মূর্খের স্বর্গ থেকে অবতরণ করলেই বুঝতে পারবেন ফারাকটা কোথায়। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা এত ভালো আছে যে, সেখানে তাদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। আর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের ওপর এত অত্যাচার নিপীড়ন হয় যে তাদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

কিন্তু এই বিষম অবস্থা মোটেই সম্ভব হত না, যদি না অল ইন্ডিয়া কমিউনাল কংগ্রেসের ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ ধাষ্টামো এমন সজাগ নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকতো।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা দেশি-বিদেশি সন্ত্রাসীরা যে সর্বনাশই করুক এখন সে সম্বন্ধে তারা একেবারে স্পিকটি নট। কেননা শোনা যাচ্ছে এই জেহাদিরা নাকি মুসলমান যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সারা ভারতকে কাফেরদের হাত থকে মুক্ত করে ইসলাম কায়েম করা। সে তারা করুক ক্ষতি নেই। এর মধ্যে সাধ্বী প্রজ্ঞার মতো হিন্দুত্বের স্পর্শ থাকলে তাকে কব্জা করতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু বাছা বাছা বদমায়েশ যদি মুসলমান হন তাহলে তাদের গায়ে হাত দিলেই ধর্মনিরপেক্ষতার হানি হয়। কেননা সামনে ভোট এবং মুসলমানদের ভোটই আমাদের ভরসার পারের কড়ি। অতএব মুসলমান সন্ত্রাসীদের সাতখুন মাপ।

সুতরাং মুজাহিদিন জেহাদি ভাইদের এখন পোয়াবারো। যেখানে খুশি বোমা ফাটিয়ে লোক মেরে যাও, তোমাদের গায়ে কে হাত দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মুসলমান বদমায়েশদের গায়ে হাত! আরে তওবা, তওবা। তাও কি কখনও হয়? সেকুলার অল ইন্ডিয়া কমিউনাল কংগ্রেস আর কমিউনাল পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) আছে কী করতে।

[সৌজন্য ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ২-১১-০৮ (সংক্ষেপিত)]

তোমাদের ধর্ম কী ?

ওবেরয় ট্রিডেন্ট হোটেলের ২৬ নভেম্বর বুধবারের রাত্রি। জেহাদীরা দখল নিয়েছে হোটেলের। তুর্কী ব্যবসায়ী সাইফি মুয়জ্জিনোগলু ও তাঁর স্ত্রী মেল্‌টেম পালাতে গিয়ে বন্দুকধারী জেহাদী জঙ্গীদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন হোটেলের উপরতলার একটা ঘরে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দেখলেন সেই ঘরে তাঁদের সঙ্গেই বন্দী আরও তিনজন ককেশিয়ান মহিলা। এরা ধর্মে মুসলিম নন। সারা রাত বন্দুকধারীরা তাদের পাহারা দিল। ঐ জঙ্গীরা প্রত্যেক বন্দীকে তাদের ধর্ম কী— জিজ্ঞাসা করাতে মুয়াজ্জিনোগলু দম্পতি জানালেন, তাঁরা ধর্মে মুসলমান। তখন জঙ্গীরা বলল যে তাঁদের কোন ক্ষতি করা হবে না। তারপর অন্য তিনজন ককেশিয়ান মহিলাকে তারা ওই ঘর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ঐ জঙ্গীরা এসে মুয়াজ্জিনোগলু দম্পতিকে খবর দিল যে ওই তিনজন অমুসলিম মহিলাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। এই পর্যন্ত খবর দিয়েছে টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকা ২৮ নভেম্বর তারিখে। আমাদের মনে একটা ছোট্ট প্রশ্ন জাগছে, জেহাদীরা ওই তিন অমুসলিম মহিলাকে গুলি করার জন্য অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল কেন? গুলি করার আগে কি আরও কিছু করার জন্য?

প্রথম পাতার শেষাংশ

আমাদের কথা

রাজস্থানে কংগ্রেস ও ছত্তীসগড়ে বিজেপি অল্প ব্যবধানে জয়ী। অর্থাৎ দেখা গেল মুম্বাই ২৬-১১-র কোন লাভ বিজেপি নিতে পারে নি। যদিও চেষ্টার তারা ত্রুটি করেনি। মুম্বাই হামলার সব থেকে বেশী প্রভাব দিল্লীতে পড়ার কথা ছিল। কারণ, দিল্লীও বারবার জেহাদী হামলার শিকার হয়েছে, দিল্লীর ঘরে ঘরে টিভি এবং রাজধানী শহর হওয়ায় মানুষের সচেতনতাও বেশী। দিল্লীতে বিজেপি-র প্রচারযন্ত্রের জোর অন্য গ্রামপ্রধান রাজ্যগুলির থেকে অনেক বেশী। সর্বোপরি, দিল্লীতে সংঘ পরিবারও বেশ শক্তিশালী। কিন্তু সেই দিল্লীতেই বিজেপি হল চরমভাবে পর্যুদস্ত, ধরাশায়ী। সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে জেহাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপি-র গরম গরম কথায় মানুষের আস্থা নেই। তারা সংসদ ভবন হামলা, অক্ষরধাম হামলা ও কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডে বাজপেয়ী আদবানিদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের কথা ভোলে নি। অর্থাৎ, চার রাজ্যে নির্বাচনের এই মিশ্র ফলাফল এই বার্তা দিল যে জেহাদী সন্ত্রাস রুখতে বর্তমান কংগ্রেস ও বর্তমান বিজেপি-র থেকেও বলিষ্ঠ কোন নেতৃত্বের প্রয়োজন। অনেকদিন আগেই 'লৌহ পুরুষ' মানুষের চোখে 'থার্মোকল পুরুষে' পরিণত হয়েছিলেন। মানুষের সে দৃষ্টি সম্ভবতঃ এখনও একইরকম আছে। ভারতের রাজনীতিতে টাকা ও জাতপাতের প্রভাবে গণিতের খেলায় কখনো বিজেপি হয়ত ক্ষমতায় আসবে। কখনো কংগ্রেস, কখনো বা অন্য দলও আসতে পারে। তাতে দল ও নেতাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু দেশের সমস্যা সমাধান হবে না, জেহাদী আক্রমণ থামবে না, দেশের ক্রমবর্ধমান ইসলামীকরণ রুখবে না। আজ দেশে চাই একজন আব্রাহাম লিঙ্কন।

মুম্বাই ২৬/১১ ঃ ভারতের জাতীয় অপমানের জন্য দায়ী কে?

তপন কুমার ঘোষ

এই প্রথম কোন জঙ্গী বিস্ফোরণে হিন্দুদের হাত আছে—এরকম অভিযোগ উঠল। গত ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণে ৬ জনের প্রাণহানি হয়েছিল। এই বিস্ফোরণের অভিযোগেই সাধ্বী প্রজ্ঞা, কর্ণেল পুরোহিত এবং ''অভিনব ভারত'' নামে একটি অখ্যাত সংগঠনের আরও কয়েকজন হিন্দু সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকলের কাছেই এটা একটা চমকের মত। হিন্দুরাও জঙ্গী হয়, সন্ত্রাসবাদী হয়! কারো যেন সহজে বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু তদন্ত চলতে থাকল। নতুন নতুন তথ্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হল। প্রমাণ কিছুই পাওয়া গেল না। তাতে কী হয়েছে? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা উল্লসিত। দেখেছ, হিন্দুও সন্ত্রাসবাদী হয়। শুধু মুসলমানরাই জঙ্গী হয় না। হিন্দুরাও বোমা ফাটায়, মানুষ মারে। তদন্তকারী দল এ. টি. এস. সেকুলার মিডিয়ার কাছে হিরো হয়ে গেল। এ. টি. এসের প্রধান হেমন্ত কারকারে দ্বিগুণ নয়, দশগুণ উৎসাহে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের শেকড় ও ডালপালা খুঁজতে লেগে গেলেন। একটিমাত্র ক্ষুদ্র বিস্ফোরণ, যাতে কেবল ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে, তার তদন্তে এই মাত্রাছাড়া উৎসাহ মুম্বাই জঙ্গী হামলার পটভূমি তৈরী করে দিল। বস্তা বস্তা গ্রেণেড, ডজন ডজন এ কে ৫৬ রাইফেল, বস্তা বস্তা কার্তুজ, মন মন আর. ডি. এক্স পাকিস্তান থেকে আমদানি হয়ে নিরাপদে জমা হতে লাগল মুম্বাইয়ের তাজ হোটেল, ওবেরয় হোটেল ও নরিম্যান হাউসে। ফিদায়েঁরা এসে ওই হোটেল দুটিতে ঘর ভাড়া নিয়ে অতি নিরাপদে হাসতে খেলতে এলাকা সার্ভে করতে লাগল। ভারতকে নড়িয়ে দেওয়ার মত আক্রমণের সব ব্যবস্থা পাকা করতে লাগল। কোথায় সি. আই. ডি, কোথায় আই. বি, কোথায় সেই জঙ্গী দমনকারী বিখ্যাত এ. টি. এস অ্যান্টি টেররিজম্ স্কোয়াড? তারা সবাই যে সাধ্বী প্রজ্ঞার পিছনে পড়ে আছে! তার নাড়ী নক্ষত্র খুঁজে বের করে হিন্দু সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। এই মহান কার্য্যের সময় কি অন্যদিকে মন দেওয়া যায়? করাচীতে ড্রয়িংরুমে বসে তখন দাউদ ইব্রাহিম ও হামিদ গুল বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে টিভির পর্দায় ভারতীয় চ্যানেলে ঐ স্টোরী দেখতে দেখতে অত্যন্ত তৃপ্তির হাসি হাসছিল। খোদাতালার অসীম করুণায় তাদের পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে দেখে বেহেস্তের আলোর ছটায় তাদের মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। বেচারা হেমন্ত কারকারে! হিরোও হলে, শহীদও হলে, সঙ্গে ২০০ জনকে পরপারে পাঠালে। শুধু জানতে পারলে না কোন্ অদৃশ্য হাতের খেলায় তোমাদের এই পরিণতি।

না, সেই অদৃশ্য হাত দাউদ ইব্রাহিম, হামিদ গুল, হাফিজ সঈদ বা আই. এস. আই. নয়। তারা তো দৃশ্য হাত। তারা যে অদৃশ্য হাতকে ব্যবহার করেছে সেটা কে? সে বা তারা নিশ্চয় এমন কেউ যে বা যারা আই. বি, সি. আই. ডি. এবং এ. টি. এস. কে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। সে কে বা তারা কারা? দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায় যে, এতে তিনটি নাম উঠে আসে। প্রথম নামই হচ্ছে এম. কে. নারায়ণন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। তাঁকে অমান্য করে বা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে নিরাপত্তা বিভাগকে কোন আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কোন মুখ্যমন্ত্রীর তো নেই-ই এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও নেই। তাই এ. টি. এস. কে বিপথচালিত করার দায় বিলাসরাও দেশমুখ অথবা শিবরাজ পাটিলের উপর বর্তায় না। এই দুজনও ষড়যন্ত্রের অংশীদার হতে পারেন। কারণ দাউদ ইব্রাহিমের হাত যে কত লম্বা, তা বোঝা দুস্কর। তবু, এই দুজন ওই ষড়যন্ত্রে নেগলিজেন্স-এর ভূমিকাতে ছিলেন, নিরাপত্তা বিভাগের মনোযোগ ডাইভার্ট-এর ভূমিকাতে ছিলেন না। ওই ভূমিকাতে থাকার মত অবস্থান মাত্র আর দুজনের আছে। তাঁরা হলেন মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধী। সুতরাং সেই অদৃশ্য হাতের সন্ধানে মাত্র তিনটি নামই উঠে আসেনঃ এম. কে নারায়ণন, ডঃ মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধী। শিবরাজ পাটিল ও বিলাসরাও দেশমুখের পদত্যাগে এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। নাটের গুরুদের আড়াল করতে বকরাদের বলি দেওয়া। তাই, ২৬-১১-র যে ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিল, দেশের মান সম্মান ধূলায় ভূলুণ্ঠিত করল, মুম্বাইকে রক্তাক্ত করল, ২০০ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিকের প্রাণ নিল, সেই ঘটনার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওই তিনজনকে, অন্য কাউকে নয়। দেশবাসীর জানার অধিকার আছে যে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ভারতের নির্বাচিত সরকারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, না করাচীর কোন প্রাসাদ অথবা ইসলামাবাদের কোন দপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

মুসলিম বিজ্ঞানীকে আমেরিকা ছাড়তে হল

ডক্টর আব্দুল মোনেম এল্ গনিয়ানি এবং তাঁর স্ত্রীকে ২৬ নভেম্বর পিটসবার্গ থেকে কাইরোর বিমান ধরতে হলো, ২৮ বছর আমেরিকায় ববাস ও তার মধ্যে ২০ বছর আমেরিকার নাগরিকত্বের পর। ডঃ গনিয়ানি একজন পারমানবিক বিজ্ঞানী। ইজিপ্টে জন্ম। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি আমেরিকার ওয়েস্ট মিফ্‌লিনে ''বেটিস নিউক্লিয়ার প্রোপালশন ল্যাবরেটরি''তে কাজ করছিলেন। গত বছর শেষের দিকে তিনি তাঁর 'নিরাপত্তা ছাড়পত্র' হারান, সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও। এই আদেশ আসে দেশের ডেপুটি এ্যানার্জি সেক্রেটারি জেফ্রি কুপার-এর অফিস থেকে। জেফ্রি কুপার এল গনিয়ানিকে এক 'সিকিউরিটি রিস্ক' বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু তিনি গনিয়ানিকে কোন প্রমাণ দেখান না এবং তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেন না। গনিয়ানি আমেরিকার আদালতে মামলা করেন। ২৫ নভেম্বর আদালতে তাঁর দায়ের করা মামলা খারিজ হয়ে যায়। ২৬ তারিখেই তাঁকে বিমান ধরতে হয়। কাইরোতে ফিরে এসে ৫৭ বছরের এই বিজ্ঞানী বলেন, ''আমার জীবনের সব থেকে বড় অংশটাই আমি আমেরিকার পিটস্‌বার্গে কাটিয়েছি। সেখানকার সকল বন্ধুদের জন্য আমার মন খারাপ করবে। ..... আমেরিকান সরকারের যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে আমি যে সব কথা বলতাম, অনেক আমেরিকান তার থেকেও কঠোর কথা বলে। তবু তারা আমার উপর এই বদলা নিল।" (***সংবাদসূত্র ঃ পিটস্‌বার্গ পোষ্ট গেজেট ঃ ২৮/১১/০৮***)

মন্তব্য ঃ আশা করি এই সংবাদ থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন আমেরিকার মাটি সেই ৯/১১-র পর এতদিন সন্ত্রাসমুক্ত আছে কী করে। তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামি করতে হয় না।

প্রথম পাতার শেষাংশ

..... শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

পারবে না। বাঙালীকে নিজ নিজ এলাকাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন মুম্বাই বিস্ফোরণের মূল্য আমাদের দিতে হবে। কাশ্মীরে ৫ লক্ষ সেনা মোতায়েন করে ৩ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দুকে রক্ষা করা যায় নি। এই পশ্চিমবাংলাকে কে বাঁচাবে? দিল্লী থেকে কাশ্মীর নয় বাংলার দূরত্ব অনেক বেশী। তিনি তাঁর বক্তব্যে দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, জেহাদী আক্রমণ থেকেও ভয়াবহ ইসলামী আগ্রাসনে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন জেলার প্রতিটি ব্লকস্তরে পাল্টে যাচ্ছে জনবিন্যাস। এই আগ্রাসনই আগামী দিনে বাংলা ও আসামে আণবিক বোমার মত বিস্ফোরিত হবে। যার ফল হবে দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু!

গ্রামে গঞ্জে হিন্দুর বিপদে যাকে পাশে পাওয়া যায় সেই লড়াকু নেতা তপন ঘোষের উদ্দীপিত ভাষণে সভায় যুবকদের উৎসাহ তুঙ্গে ওঠে। তপন ঘোষ জিন্দাবাদ আর ভারতমাতা কী জয় ধ্বনিতে সভা উত্তাল হয়ে ওঠে। সব শেষে উৎসাহ আর ক্ষোভে উৎসাহী যুব ও জনতা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে পাকিস্তানের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ করে।

মিনাখাঁ ব্লক উৎসবে পাকিস্তানের জার্সি

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ ব্লকের ছাত্র-যুব উৎসবের ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছিল গত ২৮ নভেম্বর জয়গ্রাম হাইস্কুলের মাঠে। মাঠে উপস্থিত মিনাখাঁ ব্লকের বিডিও সাহেব এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডের খেলা চলছিল চৈতল অঞ্চল বনাম ধুতুরদহ অঞ্চল। চৈতল অঞ্চল হিন্দু প্রধান ও ধুতুরদহ অঞ্চল মুসলিম প্রধান। ধুতুরদহ অঞ্চলের খেলোয়াড়দের গায়ে সবুজ রঙের জার্সি। খেলা হাফটাইম হতে আর একটু বাকী। তখন হঠাৎ জয়গ্রাম স্কুলের শিক্ষক রবীন চক্রবর্ত্তীর নজরে আসে যে ধুতুরদহ অঞ্চলের খেলোয়াড়দের গায়ের জার্সি শুধু সবুজ রঙেরই নয়। তা পুরোপুরি পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা চাঁদ-তারা চিহ্ন শোভিত। রবীনবাবু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে বেধে যায় হট্টগোল। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তখন কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করে। প্রথমার্ধের খেলা ওই অবস্থাতেই শেষ হয়। তারপর ধুতুরদহ অঞ্চলের খেলোয়াড়দেরকে জার্সি খুলে ফেলতে বলা হয়। তারাও মাঠে উত্তেজনার পরিস্থিতি দেখে ওই পাকিস্তানের জার্সি খুলে ফেলে এবং খালি গায়ে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শেষ করে।

এই খবর চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে যায়। ধুতুরদহ অঞ্চলের খেলোয়াড়দেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তর দেয় যে তাদেরকে এই জার্সি উপহার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অঞ্চলের কর্মকর্তারা তাদের টীমের গায়ে পাকিস্তানের জার্সি দেখেও বাধা দিলেন না কেন—এ প্রশ্নের উত্তর নেই। এই ঘটনা দেখে এলাকায় সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে যে মুসলমান মাত্রই কি পাকিস্তানের সমর্থক? স্থানীয় সংবাদপত্রে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অঞ্চল ও ব্লক কর্তৃপক্ষ ঘটনার উৎস সন্ধান না করে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। এইভাবেই দেশের মধ্যে পাক্-পন্থী মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দেওয়া হচ্ছে যার ফল হবে ভয়াবহ।

হিন্দু প্রতিরোধে ইদে গো-কুরবানী বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দঃ২৪পরগণা, ৯-১২-০৮ ঃ- মুম্বাই বিস্ফোরণের পর এবার বক্‌র ইদের উন্মাদনা কিছুটা কম ছিল।

মগরাহাট থানার অন্তর্গত গোকর্ণী পঞ্চায়েত এলাকার হংসবেড়িয়া ও মাখালিয়া গ্রামের ৩৫০ ঘর হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ১০-১২ ঘর মুসলমানরা এবছর ইদে গো-কুরবাণী করতে চেয়েছিল। গ্রামের হিন্দুরা গণস্বাক্ষর করে প্রশাসন ও পুলিশের সর্বস্তরে জানিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে হিন্দুগ্রামের মধ্যে দাউদ, আসরাফ, আব্বাস, নছিম খাঁ প্রমুখ চক্রান্তকারীদের বক্‌র ইদে গো-হত্যার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

কুল্পী থানার গরানকটি গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মাত্র কয়েকঘর মুসলমান গো-কুরবানীর আবদার জানায়। হিন্দুরা বিরোধিতা করলে কুল্পী থানায় উভয়পক্ষকে নিয়ে আলোচনা হয়। হিন্দু প্রতিনিধিরা বলেন, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ ও স্লটার আইন অনুযায়ী যেখানে সেখানে গোহত্যা বৈধ নয়। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। ফলে বক্‌র ইদে এলাকাতে গো-হত্যা না হওয়াতে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানরা প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। হিন্দু প্রতিরোধে তাও বানচাল হয়ে গেছে।

নোদাখালী থানার আলমপুর কালীতলা ও ক্যানিং থানার দক্ষিণ তালদি ও রাজাপুর গ্রামেও হিন্দু প্রতিরোধে গোহত্যা বন্ধ করা গেছে। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত গোতলা হাটের কাছে গোরহানপুর এবং ধরমপুরেও গো-হত্যা করতে দেওয়া হয়নি। নোদাখালী থানার ভেড়ি ভেটকাখালি উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনজন মুসলমান ছাত্র টিফিনের সময় গোমাংস খেয়ে বেঞ্চে মাংসের ঝোল মাখানো ও হিন্দু ছাত্রদের নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করায় স্কুল কর্তৃপক্ষ দুষ্কৃতি ছাত্রদের সাময়িক বরখাস্ত করে। পরে এরকম নক্কারজনক কাজ পুনরায় না করার মুচলেকা প্রদানে ওই বরখাস্ত উঠিয়ে নেওয়া হয়।

এবার কি যোগের বিরুদ্ধে ফতোয়া?

গুরু রামদেব এবং রবিশংকরের আর্ট অফ লিভিং শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে এনেছে যোগশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সৃষ্টি করেছে আলোড়ন। হিমাচল প্রদেশে স্কুলে স্কুলে যোগ শেখানো হয়েছে। আগামী দিনে হয়ত অন্য রাজ্যও এই পথ গ্রহণ করবে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। যোগ নাকি মুসলিম বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে। তাই মুসলিম সম্প্রদায় রক্ষার্থে মিশর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন মুসলিম দেশ যোগ শিক্ষা নিষিদ্ধ করে 'ফতোয়া' দিয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া ভারতের মুসলিমরা কি এবার যোগ শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে তৈরী হচ্ছে? দাবী তুললেই হল। সরকার তো তৈরী হয়ে বসে আছে তাদের আদেশ শিরোধার্য করতে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ
"শিবপ্রসাদ রায়ের"
অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ
চুইনি প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোনঃ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

পিতৃত্বের দাবীদারেরা কি আদালতে যাবেন?

লোকসভা ভোটের মুখে অবৈধভাবে মুর্শিদাবাদে প্রসব করানো হচ্ছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। কিন্তু এর পিতৃত্ব নিয়ে গোলমাল বেঁধেছে। বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের দাবী তিনিই এর পিতা। কারণ মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের মানুষের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তিনিই এর জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু এ দাবী মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য এই আলিগড় ক্যাম্পাসের জন্য তিনি ২০০৭ সালে মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিংকে চিঠি লিখেছিলেন এবং ২০০৮ সালে তাঁকে এই ব্যাপারে তাগাদাও দিয়েছিলেন। সুতরাং ক্যাম্পাসটি প্রসব হলে তার পিতৃত্ব তাঁরই উপর বর্তায়। কেন এই পিতৃত্ব নিয়ে যুদ্ধ- সে কথা পশ্চিমবঙ্গ বাসীর অজানা নয়। পিতৃত্বের এই দাবীদারদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ ইসলামী জেহাদী জঙ্গীদের অভয়ারণ্য আর বাণিজ্যনগরী মুম্বাই ঐ জঙ্গীদের মৃগয়াক্ষেত্র।

বিগত দশকে (১৯৯১-২০০১) সারা দেশে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

প্রদেশ	হিন্দু বৃদ্ধি %	মুসলিম বৃদ্ধি %
পশ্চিমবঙ্গ	১৪.২	২৫.৯
আসাম	১৪.৯	২৯.৩
বিহার (ঝাড়খণ্ড সহিত)	২৩.৪	৩৬.৫
দিল্লী	৪৪.১	৮২.৫
হরিয়ানা	২৭.০	৬০.১
পাঞ্জাব	২৮.৭	৫৯.৬
রাজস্থান	২৭.৮	৩৫.৮
হিমাচল প্রদেশ	১৭.০	৩২.৯
জম্মু ও কাশ্মীর	২৪.৭	২৯.৫
উত্তরপ্রদেশ (উত্তরাখণ্ড সহিত)	২৪.২	৩১.৭
মধ্যপ্রদেশ	২১.৭	২৯.৫
গুজরাত	২২.১	২৭.৩
মহারাষ্ট্র	২১.৬	৩৪.৬
উড়িষ্যা	১৫.৯	৩১.৯
কর্ণাটক	১৫.৩	২৩.৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৪.৪	১৭.৯
তামিলনাড়ু	১১.০	১৩.৭
কেরালা	৭.৩	১৫.৮
সারা ভারত	**১৯.৩**	**২৯.৫**

[সূত্র ঃ ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৫সেপ্টেম্বর, ০৪]

চীনে প্রকাশ্য স্থানে নামাজ নিষিদ্ধ

সি. বি. আই.-এর প্রাক্তন অধিকর্তা যোগিন্দর সিং বলেছেন 'সারা পৃথিবীই এখন ইসলামের জেহাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু ভারত। রাশিয়ার চেচনিয়ায় মর্টারের সাহায্যে স্তব্ধ করা হয়েছে জেহাদী মুসলিমদের। আর রাশিয়ার পিতৃত্ব হারিয়ে চীনের পিতৃত্ব পেতে যে চীনে বিমান বসু গিয়েছিলেন, সেই কম্যুনিষ্ট চীন ইসলামের জেহাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতে যে নির্দেশ জারী করেছে সেগুলি শুনুন। খোটান শহরের বড় মসজিদের মূল ফটকের সামনে কোরানের বাণী নয়, রয়েছে কম্যুনিষ্ট শাসকদের নির্দেশ ঃ (১) শুক্রবারের নামাজ আধঘন্টার বেশী নয়। (২) মসজিদ ছাড়া প্রকাশ্য স্থানে নামাজ নিষিদ্ধ এবং খোটানের মুসলিমরা ঐ শহর ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ করতে পারবে না। (৩) সরকারী কর্মচারী, কম্যুনিষ্ট পার্টি সদস্য বা ধর্মে অনুরক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের মসজিদের কাজে লাগানো যাবে না। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের বিরুদ্ধে মুসলিম বহুল ঝিনঝিয়াং প্রদেশ কোরানের কেবলমাত্র সরকারী ভাষ্যই আইনত গ্রাহ্য। প্রাইভেট বিদ্যালয়ে কোরানের শিক্ষা নয়, আরবী ভাষার পাঠও দিতে হবে সরকারী বিদ্যালয়ে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দুটি হল রোজার উপবাস ও হজযাত্রা। ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীদের রমজান মাসে উপবাস নিষিদ্ধ আর ব্যক্তিগত উদ্যোগে হজযাত্রা নিষিদ্ধ।

সাম্প্রতিক জঙ্গী-হামলার সময় মুম্বাই এর তাজ হোটেলে ছিলেন চার সাংসদ। বিজেপির ভূপেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি, সি. পি. এমের এন. এন. কৃষ্ণান দাস, বি. এস. পির লালমণি প্রসাদ ও মহারাষ্ট্রের আর একজন সাংসদ। প্রাণ বাঁচাতে দেড় ঘন্টা শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে শুনতে মাটিতে শুয়েছিলেন। এবার কি এঁরা পার্লামেন্টে জঙ্গী দমনে চীনের মত আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হবেন?

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ফতোয়া কেন?

সেকুলার রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা নেব, কিন্তু আমি বা আমরা সেকুলার থাকব না— মুসলিম সমাজের এই মানসিকতাই উপরের 'কেন' এর মত অনেক 'কেন'র জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ, বিশ্বে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র থাকলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই কেন? কেন কবি দাউদ হায়দার, আবুল কাসেম, সলমন রুশদি, তসলিমা নাসরিনদের সভ্য দুনিয়ায় মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়? সৈয়দ মজুতবা আলি ও আব্দুল ওদুদকে কেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে আসতে হয়? কেন এম সি চাগলাকে অন্ত্যোষ্টির জন্য অগ্নি সংস্কারের কথা উইল করে যেতে হয়? কেন ড. কালামের মত দেশপ্রেমী ও বিরল প্রতিভার ব্যক্তিত্বকে রফিক জাকরিয়া মুসলমান বলতে আপত্তি করেন? মুসলমান হয়েও তিনি রোজ গীতাপাঠ করাই কি তাঁর অপরাধ? প্রগতিমনস্ক পুলিশকর্তা নজরুল ইসলাম বা মাষ্টারমশাই গিয়াসউদ্দিনকে মুসলিম সমাজ কেন কাফের বলে? এত সব 'কেন'র একটিই উত্তর। সেটি হল অমুসলমান এমনকি চেতনাসম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তিদের সাথে মুসলিম সমাজ শান্তিতে বাস করার পরিবর্তে জেহাদের পথ অবলম্বন করাকেই বেহেস্তে হুরী পরী পাবার পথ বলেই মনে করে।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http:\\ hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffamil.com